প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

পাঠ নং ০৭ – পাঠ করুন প্রেরিত ১৪: ১-৭; + রোমিয় ৮: ৩১-৩৯; ইবরানি ১১:২৩-৪০

প্রেরিত ১৪:১-৭ কোনিয়া শহরে পৌল ও বার্নাবাস তাঁদের নিয়ম মতই ইহুদীদের মজলিস-খানায় গেলেন। সেখানে তাঁরা এমনভাবে কথা বললেন যে, ইহুদী ও আল্লাহ্‌ভক্ত অ-ইহুদী অনেকেই ঈমান আনল। কিন্তু যে ইহুদীরা ঈমান আনে নি তারা অ-ইহুদীদের উস্‌কিয়ে দিয়ে তাদের মন ঈমানদার ভাইদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলল। পৌল ও বার্নাবাস সেই শহরে বেশ কিছুদিন রইলেন এবং সাহসের সংগে প্রভুর কথা বলতে থাকলেন। প্রভুর রহমত সম্বন্ধে তাঁরা যা প্রচার করছিলেন সেই কথা যে বিশ্বাসযোগ্য প্রভু তা প্রমাণ করবার জন্য পৌল ও বার্নাবাসকে অলৌকিক চিহ্ন ও কুদরতি দেখাবার শক্তি দিলেন। এতে শহরের লোকেরা ভাগ হয়ে গেল; কেউ কেউ ইহুদীদের পক্ষে, আবার কেউ কেউ সাহাবীদের পক্ষে গেল। তখন অ-ইহুদী ও ইহুদী এই দু'দলই তাদের নেতাদের সংগে মিলে পৌল ও বার্নাবাসকে অত্যাচার করবার ও পাথর মারবার জন্য ষড়যন্ত্র করল। কিন্তু পৌল ও বার্নাবাস তা টের পেয়ে লুকায়নিয়া প্রদেশের মধ্যে লুস্ত্রা ও দর্বী শহরে এবং তার আশেপাশের জায়গায় পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। সেই সব জায়গায় তাঁরা মসীহের বিষয়ে সুসংবাদ তবলিগ করতে লাগলেন।

থিম: যখন সুখবর প্রচার কড়া হয় তখন কী ঘটে?
১) কিছু মানুষ "নতুন হৃদয়" গ্রহণ করে। আমি তোমাদের ভিতরে নতুন দিল ও নতুন মন দেব; আমি তোমাদের কঠিন দিল দূর করে নরম দিল দেব। -ইহিস্কেল ৩৬:২৬

২) কিছু লোক ঈসা মসিহ এবং তাঁর বার্তাবাহকদের প্রতি তাদের ঘৃণাতে আরও কঠোর হয়ে ওঠে। খবরটি নীরব করার চেষ্টা করে তারা তাদের কঠোর হৃদয় এবং ঘৃণা প্রদর্শন করে। পবিত্র আত্মার দ্বারা "তাদের হৃদয়ে নিন্দা" নীরব করার প্রচেষ্টার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হল বার্তাবাহকদের ক্ষতি করার চেষ্টা করা।

সত্য: -ইউহোন্না ১৬:৭-৯ তবুও আমি তোমাদের সত্যি কথা বলছি যে, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের কাছে আসবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। তিনি এসে গুনাহ্‌ সম্বন্ধে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত চলা সম্বন্ধে এবং আল্লাহ্‌র বিচার সম্বন্ধে লোকদের চেতনা দেবেন। তিনি গুনাহ্‌ সম্বন্ধে চেতনা দেবেন, কারণ লোকেরা আমার উপর ঈমান আনে না;

প্রশ্ন নং ১। সত্য সুসমাচারের প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর কি? অনুতাপ! মানুষ আশাহতভাবে হারিয়ে যায়। তাদের নিজেদের মধ্যে বা তাদের কোনো ধর্মীয় কাজে "পবিত্র ধার্মিক আল্লাহর কাছে তাদের পথ খুঁজে পাওয়ার" কোনো উপায় নেই।

যখন পপাক রুহ একজন ব্যক্তিকে তাদের গুনাহ এবং পবিত্র আল্লাহর কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতার দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে স্পর্শ করেন, তখন সেই ব্যক্তি ভগ্নহৃদয় হয়ে যায় বা সেই সত্যের এবং এই সত্যকে প্রদানকারী বার্তাবাহকদের প্রতি সহিংসভাবে বিরোধিতা করে।

ভদ্রভাবে, আদর করে বললেও সত্য সবসময় ভাগ করে দেয়! -লূক ১২:৫১-৫৩ তোমাদের কি মনে হয় যে, আমি দুনিয়াতে শান্তি দিতে এসেছি? না, তা নয়। আমি শান্তি দিতে আসি নি বরং মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি। এখন থেকে এক বাড়ীর পাঁচজন ভাগ হয়ে যাবে, তিনজন দু'জনের বিরুদ্ধে আর দু'জন তিনজনের বিরুদ্ধে। তারা এইভাবে ভাগ হয়ে যাবে- বাবা ছেলের বিরুদ্ধে ও ছেলে বাবার বিরুদ্ধে, মা মেয়ের বিরুদ্ধে ও মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে, শাশুড়ী বউয়ের বিরুদ্ধে ও বউ শাশুড়ীর বিরুদ্ধে।

অন্ধকারের সন্তানরা সর্বদা আল্লাহর সন্তানদের, আলোর সন্তানদের তাড়না করবে। এটি এই কারণে নয় যে আমরা আক্রমণাত্মক, তবে এটি এই কারণে যে সত্য এবং ধার্মিকতা এমন লোকদের জন্য আপত্তিকর যারা তাদের পাপ ত্যাগ করতে চায় না। ঠিক যেমন একটি পাথরের নীচে বাগগুলি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যখন তাদের লুকানোর জায়গাটি সরানো হয় এবং তাদের উপর সূর্যের আলো পড়ে, তেমনি এটি আমাদের প্রত্যেকের পাপীদের সাথে হয়। আমরা আমাদের পাপকে ভালবাসি এবং আমরা কাউকে ঘৃণা করি, এমনকি সর্বশক্তিমান ধার্মিক আল্লাহকে, আমরা পাপী বলে ঘোষণা করার জন্য এবং আমরা আমাদের পাপ পরিত্যাগ না করলে বিচারে আসব।

-ইউহোন্না ৩:১৯ তাকে দোষী বলে স্থির করা হয়েছে কারণ দুনিয়াতে নূর এসেছে, কিন্তু মানুষের কাজ খারাপ বলে মানুষ নূরের চেয়ে অন্ধকারকে বেশী ভালবেসেছে।

অনেক অবিশ্বাস্য কিতাবের সত্যের মধ্যে সবচেয়ে অবিশ্বাস্য একটি: তাহলে মসীহের রক্তের দ্বারা যখন আমাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে তখন আমরা মসীহের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে নিশ্চয়ই রেহাই পাব। -রোমীয় ৫:৮-৯ কিন্তু আল্লাহ্‌ যে আমাদের মহব্বত করেন তার প্রমাণ এই যে, আমরা গুনাহ্‌গার থাকতেই মসীহ্‌ আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন।

যে একজন নিখুঁতভাবে প্রেমময় আল্লাহ এবং সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে এত সুন্দর সত্য ঘোষণা করে তার প্রতি যে কোনো মানুষ কীভাবে হিংসাত্মকভাবে বিরোধিতা করতে পারে?

প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

তবুও, বারবার, অন্ধ, কঠোর হৃদয় এই বিবৃতিতে প্রেম দেখতে পায় না যে ঈসা আমাদের প্রেম করেছিলেন আমরা পাপী ছিলাম এবং এখনও আমাদের মুক্ত করার জন্য আমাদের জন্য মৃত্যু বেছে নিয়েছি। সুতরাং, যখন এই আলো তাদের উপর নিক্ষেপ করা হয় তখন তারা বাগের মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রেম ও শান্তির দূতকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে।

এই ধরনের সহিংস বিরোধিতার প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত? পৌলের মাধ্যমে পাকরুহ আমাদের কাছে উপলব্ধ অতিপ্রাকৃত সম্পদ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলেন যাতে আমরা যেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্পটি বলতে পারি!

-রোমীয় ৮:৩১-৩৬**(ক):** তাহলে এই সব ব্যাপারে আমরা কি বলব? আল্লাহ্ যখন আমাদের পক্ষে আছেন তখন আমাদের ক্ষতি করবার কে আছে? আল্লাহ্ নিজের পুত্রকে পর্যন্ত রেহাই দিলেন না বরং আমাদের সকলের জন্য তাঁকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিলেন। তাহলে তিনি কি পুত্রের সংগে আর সব কিছুও আমাদের দান করবেন না? আল্লাহ্ যাদের বেছে নিয়েছেন কে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করবে? আল্লাহ্ নিজেই তো তাদের নির্দোষ বলে গ্রহণ করেছেন। কে তাদের দোষী বলে স্থির করবে? যিনি মরেছিলেন এবং যাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করাও হয়েছে সেই মসীহ্ ঈসা এখন আল্লাহ্র ডান পাশে আছেন এবং আমাদের জন্য অনুরোধ করছেন। কাজেই এমন কি আছে যা মসীহের মহব্বত থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দেবে? যন্ত্রণা? মনের কষ্ট? জুলুম? খিদে? কাপড়-চোপড়ের অভাব? বিপদ? মৃত্যু? পাক-কিতাবে লেখা আছে, তোমার জন্য সব সময় আমাদের কাউকে না কাউকে হত্যা করা হচ্ছে; জবাই করার ভেড়ার মতই লোকে আমাদের মনে করে। পাক-কিতাবে লেখা আছে,

রোমীয় ৮:৩৬**(খ)**-৩৯: "তোমার জন্য সব সময় আমাদের কাউকে না কাউকে হত্যা করা হচ্ছে:
জবাই করার ভেড়ার মতই লোকে আমাদের মনে করে। কিন্তু যিনি তোমাদের মহব্বত করেন তাঁর মধ্য দিয়ে এই সবের মধ্যেও আমরা সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করছি। আমি এই কথা ভাল করেই জানি, মৃত্যু বা জীবন, ফেরেশতা বা শয়তানের দূত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন কিছু কিংবা অন্য কোন রকম শক্তি, অথবা আসমানের উপরের বা দুনিয়ার নীচের কোন কিছু, এমন কি, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে কোন ব্যাপারই আল্লাহ্র মহব্বত থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না। আল্লাহ্র এই মহব্বত আমাদের হযরত ঈসা মসীহের মধ্যে রয়েছে।

-ইবরানী ১১:১৭-৪০ ১৭ইব্রাহিমকে পরীক্ষা করবার সময় তিনি আল্লাহ্র উপর ঈমানের জন্যই ইসহাককে কোরবানী দিয়েছিলেন। যাঁর কাছে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছিলেন তিনিই তাঁর অদ্বিতীয় ছেলেকে কোরবানী দিতে যাচ্ছিলেন। ১৮এ সেই ছেলে যাঁর বিষয়ে আল্লাহ্ বলেছিলেন, "ইসহাকের বংশকেই তোমার বংশ বলে ধরা হবে।" ১৯ইব্রাহিম তাঁকে কোরবানী দিতে রাজী হলেন, কারণ তাঁর ঈমান ছিল যে, আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করতে পারেন। আর বলতে কি, ইব্রাহিম তো মৃত্যুর দুয়ার থেকেই ইসহাককে ফিরে পেয়েছিলেন।

২০ঈমান এনেই ইসহাক ভবিষ্যতের জন্য ইয়াকুব ও ইস্কে দোয়া করেছিলেন।

২১ঈমান এনেই ইয়াকুব ইন্তেকাল করবার সময় ইউসুফের দুই ছেলেকে দোয়া করেছিলেন আর লাঠির উপর ভর করে আল্লাহ্র এবাদত করেছিলেন।

২২ঈমান এনেই ইউসুফ ইন্তেকাল করবার সময়ে মিসর দেশ থেকে বনি-ইসরাইলদের চলে যাবার কথা বলেছিলেন এবং তাঁর মৃতদেহ কি করতে হবে তা-ও বলেছিলেন।

হযরত মুসার ঈমান

২৩মূসার জন্মের পর তাঁর মা-বাবা ঈমান এনেই তিন মাস তাঁকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, কারণ তাঁরা দেখেছিলেন ছেলেটি সুন্দর আর তাঁরা বাদশাহ্র হুকুমের ভয় করলেন না।

২৪ঈমানের জন্যই মূসা বড় হবার পর চাইলেন না, কেউ তাঁকে ফেরাউনের মেয়ের ছেলে বলে ডাকে। তিনি গুনাহের অস্থায়ী আনন্দ বাদ দিয়ে আল্লাহ্র বান্দাদের সংগে অত্যাচার ভোগ করাই বেছে নিলেন। ২৫তিনি মিসরের ধন-সম্পত্তির চেয়ে মসীহের জন্য অপমানিত হওয়ার মূল্য অনেক বেশী মনে করলেন, কারণ তাঁর চোখ ছিল পুরস্কারের দিকে।

২৭আল্লাহ্র উপর তাঁর ঈমানের জন্যই তিনি বাদশাহ্র রাগের ভয় না করে মিসর দেশ ছেড়েছিলেন, কারণ যাঁকে দেখা যায় না তাঁকে যেন দেখতে পাচ্ছেন সেইভাবে তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন। ২৮তিনি ঈমান এনেই উদ্ধার-ঈদ এবং রক্ত ছিটাবার নিয়ম পালন করেছিলেন, যাতে যে ধ্বংসকারী ফেরেশতা প্রথম সন্তানদের হত্যা করবেন তিনি বনি-ইসরাইলদের না ধরেন।

২৯ঈমান এনেই বনি-ইসরাইলরা শুকনা মাটির উপর দিয়ে হেঁটে যাবার মত করে লোহিত সাগর পার হয়েছিল কিন্তু মিসরীয়রা তা করতে গিয়ে ডুবে মরল।

প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

ঈমান এনেই তারা রক্ষা পেয়েছিল

৩০ঈমান এনেই বনি-ইসরাইলরা সাত দিন ধরে জেরিকো শহরের দেয়ালের চারদিকে ঘুরলে পর তা পড়ে গেল। ৩১ঈমানের জন্যই রাহব বেশ্যা জেরিকো শহরে বাসকারী অবাধ্য লোকদের সংগে ধ্বংস হন নি, কারণ তিনি সেই গোয়েন্দাদের বন্ধুর মত গ্রহণ করেছিলেন।

৩২এর বেশী আমি আর কি বলব? গিদিয়োন, বারক, শামাউন, যিপ্তহ, দাউদ, শামুয়েল আর নবীদের কথা বলবার সময় আমার নেই। ৩৩ঈমানের দ্বারাই তাঁরা রাজ্য জয় করেছিলেন, ন্যায়বিচার করেছিলেন, আল্লাহ্‌র ওয়াদার পূর্ণতা লাভ করেছিলেন, সিংহদের মুখ বন্ধ করেছিলেন, ৩৪ভীষণ আগুনের তেজ কমিয়ে দিয়েছিলেন, ছোরার আঘাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, দুর্বল হয়েও শক্তিশালী হয়েছিলেন, যুদ্ধে শক্তি দেখিয়েছিলেন এবং বিদেশী সৈন্যদলগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ৩৫স্ত্রীলোকেরা তাঁদের মৃত লোকদের আবার জীবিত অবস্থায় ফিরে পেয়েছিলেন।

অন্যেরা নিজের ইচ্ছায় জেল থেকে খালাস না নিয়ে নির্যাতন ভোগ করেছিলেন, যেন তাঁরা মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে আরও ভাল জীবনের অধিকারী হন।

৩৬আবার অন্যেরা ঠাট্টা-তামাশা ও ভীষণ মারধর, এমন কি, হাতকড়া ও জেল খাটা পর্যন্ত সহ্য করেছিলেন। ৩৭লোকে তাঁদের পাথর মেরেছিল, করাত দিয়ে দু'টুকরা করে কেটেছিল এবং ছোরা দিয়ে খুন করেছিল। তাঁরা অত্যাচার ও খারাপ ব্যবহার পেয়েছিলেন, আর অভাবে পড়ে ভেড়া ও ছাগলের চামড়া পরে ঘুরে বেড়াতেন। ৩৮তাঁরা মরুভূমিতে মরুভূমিতে, পাহাড়ে পাহাড়ে, গুহায় গুহায় এবং গর্তে গর্তে পালিয়ে বেড়াতেন। এই লোকদের স্থান দেবার যোগ্যতা দুনিয়ার ছিল না।

৩৯ঈমানের জন্যই তাঁরা সবাই প্রশংসা পেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্‌ যা দেবার ওয়াদা করেছিলেন তা তাঁরা পান নি; কারণ আল্লাহ্‌ আমাদের জন্য আরও ভাল কিছু ঠিক করে রেখেছিলেন। তিনি ঠিক করেছিলেন যে, আমাদের বাদ দিয়ে তাঁদের পূর্ণতা দান করা হবে না।

আপনি কি ঈসা মসিহের ভালবাসায় এতটাই অভিভূত হয়েছেন, যিনি আপনার জন্য মারা গিয়েছিলেন, আপনি কী সাহায্য করতে পারবেন? অন্যকে আজ এবং প্রতিদিন তাঁর সম্পর্কে বলবেন? আপনি কি অন্যদেরকে ঈসার অবিশ্বাস্য / অপরিমেয় / অসীম / মহিমান্বিত / অপূর্ব / অতুলনীয় / অকল্পনীয় / সীমাহীন / অগাধ / আমাদের সবার জন্য ভালবাসা সম্পর্কে প্রতিটি সুযোগে বলবেন? এত বড় নাজাত কেবল নীরবে উপভোগ করা যায় না! অনুগ্রহ করে আপনার পরিত্রাণের দিন এবং ঘটনাগুলি লিখুন ঠিক যেমন পৌল তার নিজের "নতুন জন্ম" প্রেরিত ৯ এ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং আপনার সাথে আনন্দ করার জন্য আমাদের কাছে পাঠান।

"অনুগ্রহ করে কোনো প্রশ্ন থাকলে লিখুন এবং আমাদের কাছে ফরওয়ার্ড করুন: ইংরেজিতে WasItForMeRom832@gmail.com এবং বাংলায় write2stm@gmail.com এই ঠিকানায়।

আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যেমন আমাদের স্পষ্টতটা দেওয়া হয়েছে। সময় এবং সুযোগ মসীহে আপনার প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসা - জন + ফিলিস (Jon + Philis)